না জানা ১০ আইন

আইনে আছে প্রয়োগ নেই

†`‡k cPi AvBb _vK‡j I †m m¤ú‡K RbM‡Yi m‡PZbZv †bB| d‡j iv‡ó, miKvi ev Ab¨ †KD Avcbvi cwZ Ab¨vq Ki‡j I Avcwb AvB‡bi avi¯ n‡Z cv‡ib bv| d‡j Ab¨vq †g‡b wb‡”Qb| A_P AvBb m¤ú‡K mvgvb¨ m‡PZb n‡jB... AbmÜvb K‡i‡Qb Avmv`i ingvb

এদেশে এমন অনেক আইন আছে যার প্রয়োগ আমরা একেবারেই দেখি না। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে আইনের সংখ্যা বেশি। সাধারণ আইন ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাক্ট। ব্রিটিশ শাসন আমলে এসব আইনের অধিকাংশের সৃষ্টি। কিন্তু কতটুকু ব্যবহার আছে কিংবা হচ্ছে তা নিয়ে সহজেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। যে দেশে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সমাবেশে গ্রেনেড হামলা ঘটনার মামলা পুলিশ গ্রহণ করতে রাজি হয় না, সে দেশে একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কি ঘটে তা সহজেই অনুমেয়। থানা-পুলিশ করতে মানুষ এখন ভয় পায়। নিহত ছেলের খুনিকে খুঁজতেও মা এখন মামলা করতে চায় না। অজানা আশায় ভয় পান তিনি। আর 'সাধারণ' ডাকাতি, চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনাগুলোকে মানুষ মনে করে তার অনিবার্য পরিণতি। রাস্তায় ছিনতাই হলে মামলা করার বিষয়টি ভাবনার মধ্যেই আসে না আমাদের। পুলিশের কাছে গেলে পুলিশের উদাসীনতায় সচেতন নাগরিকের দুঃখ পাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। ছিনতাইয়ের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাগজ খোয়া গেলে তা ফেরত পাবার জন্য একটি সাধারণ জিডি করে ফিরে আসতে হয়। শুধু এতটুকুই। আইনের মাধ্যমে যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে সেটা আশা কিংবা চিন্তা একজন সাধারণ মানুষ এখন আর করে না।

মামলা করলেও রয়েছে মামলা সংক্রান্ত হয়রানি। কোনো মামলা করা হলে দেখা যায়, কিছুদিন পর পর বাদীকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। অন্যদিকে অপরাধীরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিছুদিন হয়রানির পর বাদী বাধ্য হয় নিজেকে মামলা থেকে সরিয়ে আনতে। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা দাঁড়ায় বাদীর। আইন কিন্তু আমাদের দেশে আছে, পর্যাপ্ত প্রয়োগের অভাবে আজ আমরা নিরাপত্তাহীন। এমন কিছু আইন আছে, যেগুলো এ পর্যন্ত প্রয়োগ হয়েছে কি না জানা যায়নি কিংবা দেখিনি। উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের আইনের চর্চা থাকলেও আমাদের দেশে একেবারে নেই।

রাস্তায় পানি ছিটানো : পেতে পারেন আর্থিক ক্ষতিপূরণ

কিছুদিন আগে দেশজুড়ে লাগাতার বৃষ্টি হয়ে গেলো। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছিলো ঢাকাজুড়েই। পায়ে হেঁটে চলা নগরবাসীর অনেকেই রাস্তায় জমে থাকা পানির ওপর দিয়ে ছুটে চলা গাড়ির ছিটানো পানিতে সিক্ত হয়েছেন। অফিসের অর্ধেক পথ গিয়ে হয়তো আবার বাড়ি ফিরেছেন কাপড় বদলাতে। ভেবেছেন এটাই স্বাভাবিক বা ভাগ্যের পরিহাস। বৃষ্টি হলে রাস্তায় পানি জমে থাকবে এটাই তো আমাদের দেশে স্বাভাবিক। আমরা আজ সেটাই ভাবি। কিন্তু এ ঘটনাগুলো স্বাভাবিক নয়। কারণ সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হলো রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। তার কাজের অবহেলায় যদি আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। করতে পারেন সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা। আদালতের কাছে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারেন, রাস্তার পানি গায়ে লাগায় তার ১ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি হয়েছে, তবে সিটি কর্পোরেশন সেই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে! আইন এরকমই বলে। কিন্তু প্রমাণ করাটাই দুরূহ।

ভুল চিকিৎসা : ৫ বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ড

ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালের একটি ঘটনা। পায়ে লোহার পেরেক ঢুকেছিল এক ব্যক্তির। যন্ত্রণায় কাতর ঐ রোগী এলেন পঙ্গু হাসপাতালে। ডাক্তার এক্স-রে করে দেখলেন তার ডান পায়ে পেরেক ঢুকে আছে। সিদ্ধান্ত নিলেন অপারেশনের। অপারেশন করে দেখা গেলো পায়ের ভেতর কিছুই নেই। কিন্তু রোগীর যন্ত্রণা কমছে না। আবার এক্স-রে করা হলো, এক্স-রেতে ঠিকই পেরেকের ছবি ভেসে উঠলো। আবারও অপারেশন হলো কিন্তু পেরেক পাওয়া গেলো না। ডাক্তাররা মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। চিকিৎসার জন্য বোর্ড গঠন করা হলো। এবার ভুলটি ধরা পড়লো। দেখা গেলো এক্স-রে করা হচ্ছে ডান পায়ে কিন্তু বারবার অপারেশন করা হচ্ছে বাম পায়ে। এ হলো বর্তমানে এ দেশের চিকিৎসা পরিস্থিতি ও কিছু ডাক্তারের অবস্থা।

অপারেশনের পর পেটে ছুরি, কাঁচি, ব্যান্ডেজ রেখে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রোগী। অবহেলার কারণে এ দেশে রোগী মারা যাবার ঘটনাও কম নেই। এসব সমস্যার কারণেই বর্তমানে রোগীরা দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। ডাক্তারদের মতো ল্যাবরেটরির পরীক্ষকদেরও আজ একই অবস্থা। এই পরীক্ষকদের নিয়ে লোকমুখে রয়েছে হাস্যকর নানা কৌতুক। এদের একটি হলো, একজন টেস্ট টিউবে করে ডাবের পানি নিয়ে গিয়েছিলেন ল্যাবরেটরিতে। স্ত্রীর প্রেগন্যান্সি পরীক্ষা করাতে ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইউরিন টেস্টের। সন্দেহ হওয়ায় ঐ ব্যক্তি প্রস্রাবের পরিবর্তে ডাবের পানি দিয়েছিলেন। পরদিন গেলেন রিপোর্ট আনতে। ভদ্রলোককে দেখেই পরীক্ষক একগাল হেসে বললেন, 'ভাই মিষ্টি খাওয়ান, আপনার স্ত্রী গর্ভবতী।'

এ ধরনের ঘটনার কোনো প্রতিকার না থাকলেও রয়েছে আইন। কর্তব্যে অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার জন্য ধারা ৩০৪-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায়। এ মামলায় দোষী ব্যক্তির ৫ বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ড উভয়ই হতে পারে। আপনার সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আপনিও এ ধারায় সহজেই মামলা করতে পারেন।

নিম্নমানের খাবার : রয়েছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা

গুলশানের অভিজাত একটি রেস্টুরেন্ট। খাসির

কাচ্চি বিরিয়ানি আছে মেন্যুতে লেখা। বকরি অথবা ভেড়ার মাংস চালিয়ে দেয় খাসির নামে।

এতো গেলো অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে প্রতারণা। নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে খাবার নিয়ে প্রতারণার চিত্র আরো ভয়াবহ। আরিচাঘাটে খাসির মাংস বলে কুকুরের মাংস খাওয়ানো হয়েছে মানুষকে। হাতেনাতে ধরা পড়েছে সে ব্যক্তি। খাসির মাংস মনে করে দীর্ঘদিন শিয়ালের মাংস খেয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। শুধু মাংসের ক্ষেত্রেই নয়; নিম্নমানের মসলা, ভেজাল তেল আর রান্নাঘরের নোংরা পরিবেশ এ দেশের খাবার হোটেল বা দোকানগুলোর নিত্যদিনের চিত্র। কিন্তু এদের রয়েছে বিএসটিআইসহ নানা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট। এসব সার্টিফিকেটের আড়ালে দোকানগুলো সরবরাহ করছে নিম্নমানের খাবার। খাবার খেয়ে অসুস্থ হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

এর জন্যও আপনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন, কোনো হোটেলে খেয়ে যদি আপনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন বা অন্য কোনো ধরনের অসুখে পড়েন, তবে ঐ হোটেলের বিরুদ্ধে টর্ট আইনে দেওয়ানি মামলা করতে পারেন। এতে দোষী হোটেল কর্তৃপক্ষ আপনাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

অতিরিক্ত বিল থেকে পেতে পারেন মুক্তি

বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বিলের যন্ত্রণায় আজ নগরবাসীর জীবন ওষ্ঠাগত। অতিরিক্ত বিল আসাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে! একই অবস্থা গ্যাস ও টেলিফোন খাতে। ভুতুড়ে বিলের হয়রানি থেকে যেন রেহাই নেই নগরবাসীর। এর হাত থেকে রেহাই পেতে আপনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দেওয়ানি (ঘোষণামূলক মোকদ্দমা) মামলা করতে পারেন। আইন আপনাকে অতিরিক্ত বিল দেয়া থেকে রক্ষা করবে।

গালি দেয়ার শাস্তি ২ বছরের কারাদন্ড

সাবধান! একটি গালি দিয়েও কিন্তু আপনি মহা ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। কারণ এজন্য রয়েছে নির্দিষ্ট আইন। তরুণ-তরুণীদের কাছে গালি দিয়ে কথা বলা কখনও স্মার্টনেস, কখনও বা হিরোইজমের বিষয়।

কিন্তু এই হিরোইজম দেখাতে গিয়ে আপনি কিন্তু বিপদে পড়ে যেতে পারেন। কাউকে গালি দিলে সে আপনার বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৫০০ ধারার অধীনে মানহানির মামলা করতে পারে। মামলার রায় যদি বাদীর পক্ষে যায় তবেই ফেঁসে যাবেন আপনি। একটি গালির জন্য আপনাকে ২ বছরের কারাভোগ করতে হতে পারে।

জোর করে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক করবেন না

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি হয় বোঝাপড়ার মাধ্যমে। স্বামীর কাছ থেকেও একজন স্ত্রী ধর্ষিত হতে পারে। স্ত্রীর ইচ্ছা ছাড়া স্বামী যদি দৈহিক সম্পর্কে বাধ্য করে তাহলে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। আইনে বলা হয়েছে, সম্মতি ছাড়া কোনো সাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তা আইনের দৃষ্টিতে ধর্ষণের আওতায় পড়বে। সে কারণেই কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর অসম্মতিতে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে, তবে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। স্বামী কর্তৃক এ ধরনের শারীরিক সম্পর্ক দন্ডবিধি ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের আওতায় পড়বে। স্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারে স্বামী তার সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করেছে, তবে আদালত স্বামীকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে পারে। সুতরাং সাবধান!

রাস্তায় প্রস্রাব করলে ৬ মাসের জেল হতে পারে

ঢাকা শহরে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের এক হিসাবে জানা যায়, শহরটির প্রতি হেক্টরে ৪ হাজার লোক বাস করে। শহরের পথচারীর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট ব্যবস্থা নেই। হাতে গোনা যে কটি গণশৌচাগার রয়েছে তা ব্যবহারের অনুপযোগী। তাই বাধ্য হয়েই মলমূত্র ত্যাগে পথচারীরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যায়। পর্যাপ্ত ডাস্টবিনের অভাবে রাস্তার পাশে ময়লা ফেলতে বাধ্য হয় নগরবাসী। কোনো উপায় নেই। তবুও এসব কাজ থেকে ঢাকাবাসীকে বিরত থাকা উচিত। আর তা না হলে আপনিও পড়তে পারেন জেল-জরিমানার কবলে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ মতে, মলমূত্র ত্যাগ করতে থাকা কোনো ব্যক্তিকে সিটি কর্পোরেশনের মোবাইল কোর্ট গ্রেপ্তার করতে পারে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ৫০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৬ মাসের জেল। গণশৌচাগার না গিয়ে সাধারণ জনগণের পথে-ঘাটে এ ধরনের আচরণ কি স্বাভাবিক নয়? এ প্রশ্ন করা যেতে পারে সিটি কর্পোরেশনের কাছে।

চিকামারার বিরুদ্ধেও রয়েছে আইন

শুধু ঢাকা নয়, দেশজুড়ে বাড়ি, অফিসের দেয়াল আজ রাজনৈতিক দলগুলোর স্লোগানের দখলে। নির্বাচন এলে এ অবস্থা আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। দেয়ালে লেখা যেন দলগুলোর কাছে রাজনৈতিক অধিকারে পরিণত হয়েছে। বাড়ির মালিক শুধু দেখেই যায়। টুঁ শব্দটিও করার সাহস নেই তার।

রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধেও আপনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। আইন অনুযায়ী, কোনো রাজনৈতিক দল যদি আপনার দেয়ালে চিকামারে, তবে আপনি ঐ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ মামলা করতে পারেন। এতে মাননীয় আদালত ঐ রাজনৈতিক দলকে দেয়াল পরিষ্কার করে দেয়ার জন্য আদেশ দিতে পারেন। তাছাড়া অতিরিক্ত আরো ২ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারেন।

উত্ত্যক্তকারীর জন্য ১ বছরের জেল

পুরান ঢাকাসহ বেশ কিছু এলাকার অধিবাসীরা আজ উদ্বিগ্ন। মেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠাতে গিয়ে তাদের পড়তে হয় নানা বিড়ম্বনায়। অভিভাবকের সামনেই স্কুলগামী মেয়েদের শুনতে হয় বখাটেদের নানা কটূক্তি, বাজে কথা। আর যারা একা আসে তাদের অবস্থা একেবারে করুণ। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন থেকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ব্যবস্থা নিতে পারেন আপনি স্বয়ং। কারণ এর বিরুদ্ধেও রয়েছে আইন। দন্ডবিধির ধারা ৫০৯-এর অধীনে আপনি এসব উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে মামলা করলে অপরাধীর ১ বছর পর্যন্ত সাজার ব্যবস্থা রয়েছে।

পশু-পাখি হত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

এলিফ্যান্ট রোড মার্কেট বা নিউমার্কেটে হরদমই বিক্রি হয় বন্য পাখি। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ফাঁদ পেতে ধরে আনা এই পাখিগুলোর ক্রেতা সমাজের অভিজাত শ্রেণী। শীতের পাখি না খেলে যেন শীতের আনন্দই অপূর্ণ থেকে যায়। এ তো গেলো শহরের অবস্থা। গ্রামের অবস্থা আরো ভয়াবহ। জাল দিয়ে, ফাঁদ পেতে ধরা হচ্ছে পাখি। যেসব জেলায় বনভূমি রয়েছে সেখানে হরিলুট অবস্থা। হরিণ, বাঘ, দেশী-বিদেশী পাখি যা পাচ্ছে তাই ধরছে, মেরে ফেলা হচ্ছে। সুন্দরবনের পাশে অবাধে বিক্রি হয় হরিণের মাংস। এ দেশের বন্যপ্রাণী নিয়ে যে ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য হয়, তাতে অনেকেই ভাবতে পারেন বন্য পশু-পাখি শিকার আইনত বৈধ। কিন্তু আমাদের দেশে বন্য পশু-পাখি সংরক্ষণে রয়েছে কঠোর আইন, বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ১৯৭৪-এ বন্যপ্রাণীগুলো সংরক্ষণে রয়েছে বিশেষ আইন। রয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বন্য পশু-পাখি শিকার করা, বিক্রি করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এ অপরাধে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা এবং ২ বছরের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে।

পাঠক হয়তো মনে মনে হাসছেন। যেখানে জীবনের নিরাপত্তা নেই, সেখানে এ ধরনের আইনের প্রয়োগের কথা বলা অর্থহীন। উন্নত দেশগুলোতে এসব আইনের প্রয়োগ আছে, আমাদের দেশে নেই। তবে প্রয়োগ কিংবা চর্চা সম্ভব। তার আগে প্রয়োজন নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা।

সহযোগিতায় : G¨W w`wj i"¾vgvb